পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহমদী

'মানবজাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রেসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।'

—হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)

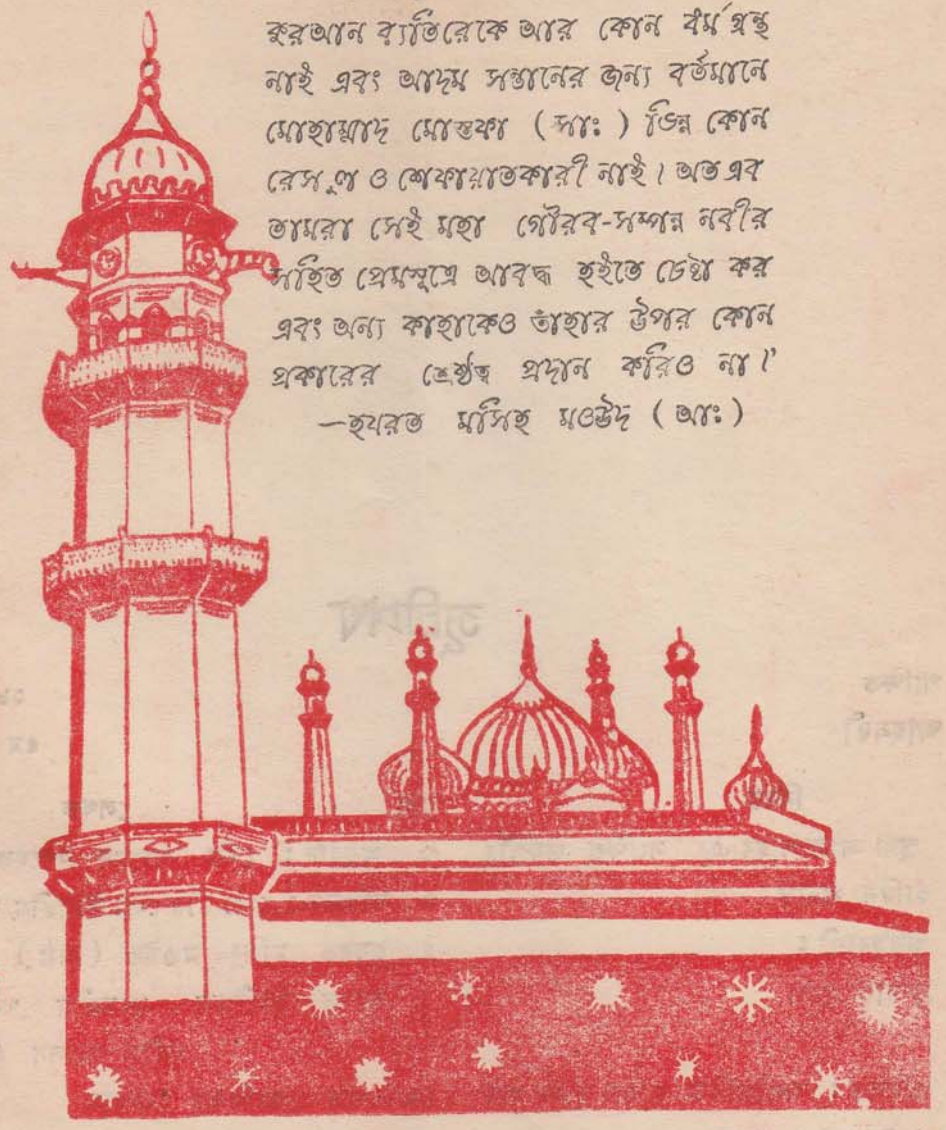

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ২৮শ বর্ষ : ৫ম সংখ্যা

৩০শে আষাঢ়, ১৩৮১ বাংলা : ১৫ই জুলাই ১৯৭৪ ইং : ২৩ ই জমাঃ সানীঃ, ১৩৯৪ হিঃ কাঃ

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত : ১০'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ১ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহমদী

২৮শ বর্ষ
৫ম সংখ্যা

বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
০ সুরা আল-লাহব এর সংক্ষিপ্ত তফসীর	১	অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ
০ হাদিস শরীফ	৪	সংকলন : মৌঃ মীর মোঃ ইব্রাহীম বরীশালী
০ অমৃতবাণী :	৫	হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)
০ জু'মার খুৎবা	৭	হযরত আমীরুল মুমেনীন খলীফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)
০ ওসিয়ত : অর্থনৈতিক মুক্তির সরল পথ	১৩	শাহ মুস্তাফিজুর রহমান
০ এলেম ও আমল :	১৭	আজমল হক
০ খোদার ওয়াদা (কবিতা) :	২১	আবুল আসেম খান চৌধুরী
০ বিশেষ পয়গাম	২৩	হযরত আমিরুল মুমেনীন খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ)

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلي على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্য্যায়ের ২৮শ বর্ষ : ৫ম সংখ্যা :

৩০শে আষাঢ়, ১৩৮১বাং : ১৫জুলাই, ১৯৭৪ইং : ১৫ই ওয়াফা, ১৩৫৩ হিজরী শামসী :

সুরা আল-লাহব

॥ সংক্ষিপ্ত তফসির ॥

হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) প্রণীত 'তফসীরে কবীর' অবলম্বনে

অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর— ৬)

মোট কথা ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য যে সকল ভয়ানক ফেৎনা শেষ যুগে সৃষ্টি হওয়ার কথা ছিল, সুরা লাহাবে আল্লাহ্ তায়ালা উহাদের সম্বন্ধে এবং উহাদের পরিণাম সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বানী করিয়াছেন : বলিয়াছেন—তাব্বাৎ ইয়াদা আবি লাহাবিঁও ওয়া তাব্ব—অর্থাৎ, ইসলামের বিরুদ্ধে যে সকল অগ্নি উদগীরণকারী জাতি শেষ যুগে সৃষ্টি হইবে আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদিগকে এবং তাহাদের সঙ্গীদিগকে ধ্বংস করিয়া দিবেন।

তাব্বাৎ এর অর্থ ধ্বংস হওয়া এবং উদ্দেশ্য সফল না হওয়া। তফসীরকারকগণ তাব্বাত

এর অর্থ 'সাফেরাত মিন কুল্লে খাইরিন' করিয়াছেন—অর্থাৎ সকল প্রকার কল্যাণ ও আশিষ বিবর্জিত হওয়া।

'ইয়াদুন' এর অর্থ হাত, সম্মান, মর্যাদা, শক্তি ও ক্ষমতা এবং আধিপত্য ও রাজত্ব, তেমনিভাবে 'ইয়াদুন' জামাত বা দলকেও বলা হয়। সুতরাং আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইবে:

১। আবু লাহাবের উভয় হাত ধ্বংস হইল।

২। আবু লাহাবের দল দুইটি ধ্বংস হইল এবং তাহাদের উদ্দেশ্য সফল হইল না।

৩। আবু লাহাবের সম্মান, শক্তি, রাজত্ব ও আধিপত্য সব কিছুই বরবাদ হইল।

৪। আবু লাহাবের সহিত সম্পর্কিত দুইটি দল সকল প্রকার কল্যাণ ও আশিষ হইতে বঞ্চিত হইল।

আবু লাহাবের শাব্দিক অর্থ পিতা, কিন্তু আরবী ভাষার Idiom-এ ইহার অর্থ হইবে সেই সত্ত্বা, যাহা সেই সকল জিনিষের আবিষ্কারক যাহা হইতে লেলিহান আগুন সৃষ্টি হয়, অথবা সেই সত্ত্বা যাহার পরিণাম এই হইবে যে, উহা আগুনের ঝাপটা ও বেষ্টনীর মধ্যে আসিয়া যাইবে। তফসীরকারকগণ বলেন যে আবু লাহাব শব্দের দ্বারা চেহারা লাল ও ফর্সা হওয়াও বুঝাইতে পারে।

ইতিপূর্বে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে যে 'আবু লাহাব' বলিতে কোন একজন ব্যক্তিকে বুঝায় না বরং সেই সব জাতিকে বুঝায় যাহারা আখেরী জামানায় জগতে আধিপত্য ও প্রাধান্য লাভ করিয়া হযরত রসুল করীম ও ইসলামের বিরুদ্ধে আগুন উত্তেজিত করিবে। তেমনিভাবে তাহারা আগ্নেয়াস্ত্র আবিষ্কার করিবে। অতঃপর তাহাদের পার্শবর্তী জাতিগুলিকেও সঙ্গে মিলাইয়া নিজেদের দল ভারী করিবে এবং ইহারা তাহাদের হস্ত স্বরূপ হইবে। আমরা এই জামানায় সে সব দল দেখিতে পাই, যাহারা ইসলাম এবং রসুল করীম (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ। একটি দল কতক পশ্চিমা শক্তিবর্গ সমন্বয়ে গঠিত এবং অপরটি কতক পূর্বীয় শক্তিবর্গ ও তাহাদের সাথীদের সমন্বয়ে গঠিত। আবু লাহাব বলিতে এই দুইটি ব্লকও বুঝায়। ইহারা বাহ্যিক দৃষ্টিতেও আবু লাহাব তুল্য। কেননা ইহাদের গায়ের রং লাল ও ফর্সা এবং অভ্যন্তরীণ গুণগত দিকদিয়াও ইহারা আবু লাহাব, কেননা তাহারা এ্যাটম বোমা ও হাইড্রোজেন বোমা বানাইতেছে যাহার পরিণাম হইল লেলিহান আগুন। এই হিসাবেও তাহারা আবু লাহাব যে, অবশেষে তাহারাও আগুনের ঝাপটার মধ্যে আসিয়া যাইবে। এবং যেহেতু তাহারা হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে ভয়াবহ উত্তেজনা সৃষ্টি কারী লিটারেচার সৃষ্টি করিয়া এক আগুন ছড়াইয়া দিয়াছে, এই জন্যও ইহারা আবু লাহাবের নাম পাওয়ার উপযোগী।

আলোচ্য আয়াতে (এবং পরবর্ত্তী আয়াত সমূহে) অতীত কাল (মাজীর সিগা) ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু আরবী ভাষায় যখন কোন বিষয় সুনিশ্চিত ও অবশ্যম্ভাবী হইয়া থাকে তখন উহা মাজীর সিগায় বলা হইয়া থাকে। এতদ্বারা ইহা অভিব্যক্ত হয় যে, ঐ বিষয়টির সংঘটন অতীতের ন্যায় সুনিশ্চিত। সুতরাং 'তাব্বাত'-এর অর্থ এখানে এই হইবে যে, ইহা সুনিশ্চিত ও অনিবার্য যে, ইহা ধ্বংস হইবে এবং তাহাদের ইসলামকে ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্য সফল হইবে না।

(ক্রমশ)

(৪-এর পাতার পর)

(হাদিস শরিফের শেষ অংশ)

৫। এক ব্যক্তি হযরত রসুল করীম (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করিল "মুসলমানদের মধ্যে কোন ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম?" তিনি উত্তর দিলেন "সেই ব্যক্তি যাহার হস্ত জিহ্বা হইতে মুসলমানগণ নিরাপদ।" (বোখারী মোছলেম)

৬। যে ব্যক্তি আমাদের নামাজ পড়ে এবং কাবার দিকে মুখ করে এবং আমাদের জবেহ্ করা প্রাণী আহার করে সেই ব্যক্তি মুসলমান যাহার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা ও রাসুল জামিন রহিয়াছেন। অতএব আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত তাহার জামানতের বিশ্বাস ঘাতকতা করিও না। (বোখারী)

৭। মুসলমানের নিন্দা করা পাপ এবং তাহাকে হত্যা করা কুফর (বোখারী, মুঃ)

৮। কেহ তাহার ভ্রাতাকে কাফের বলিলে তাহাদের মধ্যে একজন উহা হইয়া যায়। (বোঃ, মুঃ)

৯। কোন ব্যক্তি কাহাকেও পাপী ও কাফের বলিলে যদি সে তাহা না হয়, তাহা হইলে সে স্বয়ং পাপীও কাফের হইয়া যায়। (বোঃ)

১০। কেহ অপরকে কাফের ও আল্লাহ্‌র শত্রু বলিলে সে যদি তাহা না হব, তাহা হইলে উক্ত অপরাধ উচ্চারণ কারীর উপর বর্তায়। (বোঃ ও মুঃ)

১১। ফেতনা সৃষ্টিকারী বেহেস্তে প্রবেশ করিবেনা। (বোঃ মুঃ)

১২। কেহ তাহার ভ্রাতাকে পাপী বলিয়া নিন্দা করিলে সে ততক্ষণ পর্যন্ত মরিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ঐ পাপ করে। (তিরমিজি)

১৩। যে ব্যক্তি নীরব থাকে তাহার মর্যাদা ৬০ বৎসরের ইবাদতের অপেক্ষা শ্রেয়ঃ। (মেশকাত)

অনুবাদঃ মির মোঃ ইব্রাহীম বরিশালী

হাদিস শরীফ

হযরত রসুল করিম (সাঃ) বলিয়াছেন :

১। "অর্থাৎ স্মরণ রাখিও যে ঈসা ইব্‌নে মরিয়ম এবং আমার অন্তরবর্তী কালে কোন নবী ও রসুল নাই। স্মরণ রাখিও আমার পরে তিনি আমার উম্মতের মধ্যে আমার খলিফা হইবেন। তিনি দাজ্জালকে হত্যা করিবেন, ক্রুশকে ভঙ্গ করিবেন, জিযিয়া উঠাইয়া দিবেন। কারণ ধর্ম যুদ্ধের যুগ শেষ হইয়া যাইবে এবং যুদ্ধের রং বদলাইয়া যাইবে। স্মরণ রাখিও, তাঁহার সহিত যাহার সাক্ষাৎ হইবে, সে যেন তাঁহাকে নিশ্চয় আমার সালাম জানায়।" (তীবরানী)

২। "আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদের ধর্মকে নবুওত দ্বারা শুরু করিয়াছেন, যতদিন আল্লাহ্ চাহেন ততদিন নবুওত মোমেনদের মধ্যে কায়েম থাকিবে। অতঃপর উহা উঠিয়া গেলে নবুওতের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হইবে। যতদিন আল্লাহ্ চাহেন ততদিন তাহা কায়েম থাকার পর শোষন ও জুলুমের রাজত্ব কায়েম হইবে। অতঃপর আল্লাহ্ উহাকে বিলুপ্ত করিয়া দিলে সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবে। অতঃপর আল্লাহ্‌তায়ালা উহারও অবসান ঘটাইয়া পুনঃরায় নবুওতের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করিবেন এই বলিয়া তিনি (রসুল করীম সাঃ) নীরব হইয়া গেলেন।" (মোসলেম)

৩। মুসলিম এবং তিরমিযি হাদিস গ্রন্থে নাওআস্ ইবনে সামআন হইতে বর্ণিত এক সুদীর্ঘ হাদিসে দাজ্জাল ইয়াজুজ মাজুজ এবং মসিহ্ মওউদ (আঃ) সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ আছে। উহার মধ্যে চারিস্থানে হযরত রসুল করীম (সাঃ) প্রতিশ্রুত মসিহ্ ইবনে মরিয়ম বা ঈসা (আঃ)-কে নবী বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। যে যে স্থানে তাঁহাকে নবী বলা হইয়াছে সেগুলির উদ্ধৃতি নিম্নে দেওয়া হইল :

(ক) "আল্লাহ্‌র নবী এবং তাহার সাহাবা অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকিবেন।"

(খ) "অতঃপর আল্লাহ্‌র নবী ঈসা (আঃ)-এর এবং তাঁহার সাহাবা দোয়া করিবেন।"

(গ) "অতঃপর আল্লাহ্‌র নবী ঈসা (আঃ) এবং তাঁহার সাহাবা জমিনের দিকে আসিবেন।"

(ঘ) "অতঃপর আল্লাহ্‌র নবী ঈসা (আঃ) এবং তাহার সাহাবা দোয়া করিবেন আল্লাহ্‌র নিকট। (মোছলেম ও তিরমিজি)

৪। "সেই ব্যক্তি মোসলেম যাহার জিহ্বা এবং হাত হইতে অন্য মোসলমান নিরাপদ এবং সেই ব্যক্তি মহাজের যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ বিষয় বস্তু হইতে হিজরত করে।" (বোখারী)।

(৩-এর পাতায় দেখুন)

হযরত মসিহ মউওদ (আঃ)-এর

অমৃত বানী

"তোমাদের প্রতি আর এক অত্যাবশ্যকীয় উপদেশ এই যে, কুরআন শরীফকে এক অনাবশ্যকীয় দ্রব্যের মত পরিত্যাগ করিও না কারণ কুরআনেই তোমাদের জীবন রহিয়াছে যাহারা কুরআনকে সম্মান লাভ করিবে, তাহারা আকাশেও সম্মান লাভ করিবে। যাহারা সকল হাদিস [রসুল (সাঃ)-এর বাণী ও রসুল (সাঃ)]-এর উক্তির উপর কুরআনকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে, তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হইবে। মানবজাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোনই রসুল এবং শাফী (যোজক) নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্ট কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না, যেন আকাশে তোমরা মুক্তিপ্রাপ্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পার।

স্মরণ রাখিও যে, প্রকৃত মুক্তি কেবল মৃত্যুর পরই প্রকাশ হয় এইরূপ নহে। বরং প্রকৃত মুক্তি ইহজগতেই তাহার আলো প্রকাশ করিয়া থাকে। প্রকৃত মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি কে? সেই-যে বিশ্বাস করে যে আল্লাহ সত্য এবং মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁহার এবং তাঁহার সৃষ্ট জীবের মধ্যে যোজক স্থানীয় এবং আকাশের নিম্নে তাঁহার সম মর্যাদা বিশিষ্ট আর কোন রসুল নাই এবং কুরআনের সমতুল্য আর কোন গ্রন্থ নাই। অন্য কোন মানবকেই খোদাতায়ালা চিরকাল জীবিত রাখিতে ইচ্ছা করেন নাই। কিন্তু তাঁহার এই মনোনীত নবীকে তিনি চিরকাল জীবিত রাখিয়াছেন। তাঁহাকে জীবিত রাখিবার জন্য খোদাতায়ালা এই ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, তাঁহার শরীয়ত (কর্ম বিধি) এবং তাঁহার রুহানীয়তকে (আধ্যাত্মিক শক্তিকে) কেয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ-বর্ষী করিয়াছেন। অবশেষে আল্লাহ্‌তায়ালা এই যুগে তাঁহারই আধ্যাত্মিকতার প্রসাদে এই প্রতিশ্রুত মসিহ্‌কে জগতে প্রেরণ করিয়াছেন যাঁহার আগমন ইসলামের প্রাসাদটিকে পূর্ণাঙ্গ করিবার জন্য একান্ত আবশ্যক ছিল। কারণ ইহ জগতের মেয়াদ অবসান হইবার পূর্বে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর ধর্মে একজন আধ্যাত্মিক মসিহের আবির্ভাব হওয়া একান্ত আবশ্যক ছিল, যেমন ইতিপূর্বে হযরত মুসা (আঃ) এর ধর্মে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

কুরআন শরীফের এই আয়াত "এহদেনাস ছেরাতায়াল মুস্তাকিম ছেরাতায়াল লাজিনা আন আমতা আলাইহিম" এই তত্ত্বের দিকেই ইঙ্গিত করিতেছে।

হযরত মুসা (আঃ) তাঁহার পূর্ববর্তী জাতি সমূহের পরিত্যক্ত ধনের অধিকারী হইয়াছিলেন এবং হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) সেই ধনের অধিকারী হইয়া ছিলেন, যাহা হযরত মুসা (আঃ)-এর অনুগামীগণ হারাইয়া ফেলিয়াছিল। তদনুযায়ী বর্তমানে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর ধর্মই হযরত মুসা (আঃ) এর ধর্মের স্থলাভিষিক্ত বটে: কিন্তু মহিমায় উহা সহস্রগুণে শ্রেয়। কিন্তু যেমন হযরত মুসা (আঃ)-এর স্থলাভিষিক্ত নবী হযরত মুসা (আঃ) হইতে উচ্চতর মর্যাদা-বিশিষ্ট, তেমনি হযরত ইবনে মরিয়ম (আঃ) এর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির মর্যাদাও হযরত ইব্‌নে মরিয়ম (আঃ) হইতে উচ্চতর। সেই প্রতিশ্রুত মসিহ্ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পর চতুর্দশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছেন, যেমন তাঁহার পূর্ববর্তী হযরত মসিহ ইব্‌নে মরিয়ম (আঃ) হযরত মুসা (আঃ) এর পর চতুর্দশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই সাদৃশ্য কেবল কালের দিক দিয়াই নহে বরং প্রতিশ্রুত মসিহ্ বর্তমানে এমন সময় আবির্ভূত হইয়াছেন, যখন মুসলমান জাতির অবস্থা হযরত ঈসা (আঃ) এর আগমনকালীন ইহুদীদের অবস্থার সম্পূর্ণ অনুরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই প্রতিশ্রুত মসিহ্ আমি।

আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা চাহেন তাহাই করিয়া থাকেন। সেই ব্যক্তি বড় মূর্খ যে আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করে এবং সে বড় নির্বোধ, যে তাঁহার কার্য সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করে যে এমন নহে বরং তেমন হওয়া উচিত ছিল।

ইহা অবশ্যই ঘটিবে যে পার্থিব দুঃখ কষ্ট দ্বারা তোমাদিগকে পরীক্ষা করা হইবে। যে ভাবে পূর্ব্বের মোমেনদেরকে পরীক্ষা করা হইয়াছে। সুতরাং সাবধান থাকিও, কেননা এমন যেন না হয় যে তোমরা হোঁচট খাও। পৃথিবী তোমাদের কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না, যদি আকাশের সাথে তোমাদের সম্পর্ক দৃঢ় থাকে। —কিশ্‌তিয়ে নূহ

জুমার খুৎবা

হযরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)

শত বার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী ফাণ্ড

ইসলামের বিজয়ের এক মহা-পরিকল্পনা

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী ফাণ্ড ইসলামের বিজয়ের এক মহা পরিকল্পনা, যাহা আমাদের দূর্বল হস্তে সমর্পন করা হয়েছে।

এ পর্যন্ত যে সব অঙ্গীকার এসে পৌঁচেছে উহা চার কোটি টাকা পর্যন্ত হবে, আলহামদু লিল্লাহে আলা যালেকা। আমি আশাকরি আল্লাহ ইহাতে এত বরকত দান করবেন যে কার্যত নয় কোটি টাকা সংগ্রহ হবে। দোয়া করতে থাকুন যে, আমরা আল্লাহতায়ালার যন্ত্র হয়ে ইসলামের বিজয়ের কারন এবং তাঁর রহমতের ওয়ারেস হতে সক্ষম হই।

তাশাহ্হুদ তায়াউজ এবং সুরা ফাতেহা পাঠ করার পর হুজুর (আইঃ) বলেন :—রহমত এবং বরকতের প্রকৃত উৎস আল্লাহতায়ালা; সব মঙ্গলই তাঁর নিকট হতে আসে। তিনিই যাবতীয় মঙ্গল লাভ করার জন্য পন্থা নির্দ্ধারণ করেন। হযরত নবীয়ে আকরাম (সাঃ) এর দ্বারা আমাদের জন্য সেই সব মঙ্গলের পথ চিহ্নিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ইহাও একটি যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেনঃ অশ্ব—ললাটে উম্মতে মোহাম্মদীয়ার জন্য কয়ামত পর্যন্ত, কল্যাণ ও বরকতের উপকরণ রাখা হয়েছে। এই কল্যাণ লাভের জন্যও আহ্মদীয়া জামাত চেষ্টা করছে। কিছু দিন হতে আমি জমাতের দৃষ্টি রসুলে করীম (সাঃ)-এর এই নির্দেশের প্রতি অর্থাৎ ঘোড়া পালা, ঘোড়াপালনের দায়িত্ব ঘোড়ায় চড়া, ঘোড়া দৌড়ানোর প্রতি জমাতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছি। সুতরাং আজ ঘোড়া দৌড়ের প্রতিযোগীতার তৃতীয় বাৎসরিক দিবস আরম্ভ হবে। আমাকে বলা হইয়াছে যে, গত বৎসরের চেয়ে এবৎসর অনেক বেশী ঘোড়া এসেছে। মজলিসে খোদ্দামুল আহ্মদীয়া ক্রীড়া প্রতিযোগীতার পরিচালক। গত বৎসর আমি তাদেরকে বলেছিলাম কমপক্ষে চারিশত ঘোড়া এই প্রতিযোগীতায় অংশ গ্রহণ করা উচিত। এবারে চারিশত হয় নাই, একশত পর্যন্ত হয়েছে, চারিশত না হয়ে ভালই হয়েছে, কারণ এই স্বল্প সংখ্যাই আমাদেরকে অনেক অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করেছে, তা হল এই যে কয়েক দিনের জন্য হলেও এদের রাখার জন্য বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন, যেন এ সব ঘোড়া পূর্ণ স্বাস্থ্যের সহিত প্রতিযোগীতায় অংশ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়।

অতএব চারিশত ঘোড়া এক সঙ্গে রাবওয়াতে রাখতে হলে পুরাতন ধরনের আস্তাবলখানার

প্রয়োজন রয়েছে। যেখানে ঘোড়া থাকার এবং ঘোড়ার মালিকদের থাকারও ব্যবস্থা করতে হবে। আমি পরিচালকদের দৃষ্টি আকর্ষন করেছি, শীঘ্রই ইহার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। কিছু সংখ্যক ঘোড়ার জন্য শীঘ্র ব্যবস্থা হয়ে যাবে, ইনশা-আল্লাহতালা। কারণ যখন ঘোড়া রাখা এবং উহা ব্যবহারের প্রতি মনযোগ হবে, তখন গ্রামের বন্ধুগণও পচিশ ত্রিশ মাইল দূর হতে জুমার নামাযের জন্য আসতে পারবে। এজন্য এমন স্থানের প্রয়োজন যেখানে এক সঙ্গে পনর বিশটি ঘোড়া জুমার দিন বেঁধে রাখা যাবে। এসব ঘোড়ার খাদ্যের ব্যবস্থা থাকা চাই। ইহাও মেহমান খানার একাংশ।

আমার মনে আছে বিপাসার তীরে যখন আমাদের জমাত খুব শক্তিশালী হয়েছিল তখন অনেক জমিদার শ্রেণীর লোকেরা আট মাইল দশ মাইল এমনকি পনর মাইল দূর হতে ঘোড়ায় চড়ে জুমার নামাযের জন্য কাদিয়ান আসতেন। অনেকে আবার অশ্ব—শাবকের পিঠে আরোহন করে কাদিয়ানে আসতো। প্রায়ই জুমার নামাযে অংশ গ্রহণ করতো।

এই ভাবে দীন দুনিয়ার সাধারণ জ্ঞানের মাপকাঠি অনেক উন্নত হয়েছিল। ঘোড দৌড় প্রতিযোগীতা সম্পর্কে কথা প্রসংগে একথা গুলি বলা হয়েছে। আমি পুনরায় নবী আকরাম (সাঃ)-এর বানীর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, কল্যাণ লাভের জন্য উম্মতে মোহাম্মদীয়াকে এদিকে মনযোগ দান করা কর্তব্য। আমরা যে হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর সামান্যতম খাদেম বিশেষ করে আমাদেরকে এই উৎস হতে কল্যাণ ও বরকত লাভের জন্য চেষ্টা করা উচিত।

জলসা সালানার সময়

জমাতের সামনে শত বার্ষিকী আহ্‌মদীয়া জুবিলী পরিকল্পনা উপস্থিত করা হয়েছিল। এই সম্পর্কে আজ দু একটি কথা বলতে চাই। প্রথমত আল্লাহ্‌তালার মহা অনুগ্রহে এখন পর্যন্ত যে সব ওয়াদা এসেছে তার পরিমাণ চার কোটি পর্যন্ত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। যদিও দেশের অভ্যন্তর হতেও সব জায়গা হতে বরং অনেক জিলার সমষ্টি গত ভাবেও ওয়াদা পাওয়া যায় নাই। এই জন্য ওয়াদা সমূহ পৌঁছার জন্য মজলিসে শুরা পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে। বহির্জগতের চল্লিশ পঞ্চাশটি দেশে আহ্‌মদী রয়েছে। তন্মধ্যে গত জুমার পূর্ববর্তী জুমায় খোৎবা দিবার পর মাত্র একটি দেশে হতে ওয়াদা এসেছে। উহাও আবার সম্ভবতঃ প্রথম কিস্তির ওয়াদা রূপে এসেছে। এখনও বিদেশ থেকে ওয়াদা আসবার আছে।

আল্লাহতালার মহা অনুগ্রহে অনেক দেশে খুব শক্তিশালী জমাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাদের ওয়াদার বাৎসরিক বাজেট ত্রিশ লক্ষের ও উপরে হবে। অর্থাৎ সদর আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া পাকিস্তানের পূর্ণ বাজেটের ৫০% ! মোট কথা খুবই শক্তিশালী ত্যাগী জমাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ; তাদের কাছ থেকেও এখন পর্যন্ত ওয়াদা আসে

নাই। এই কারণে আমি মনে করি যে, আমার অন্তরে যে ইহার ইচ্ছা হয়েছে যে, আড়াই কোটি টাকা আপীলের মধ্যে আল্লাহতালা এই পরিমাণ বরকত দিবেন যে, কার্যত নয় কোটি টাকা সংগ্রহ হয়ে যাবে, ইহার লক্ষণাবলী দেখা যাইতেছে। আমি আল্লাহতালার অনুগ্রহের উপর আশা রাখি যে এই পরিমাণ টাকা অবশ্য এই পনর ষোল বৎসরের মধ্যে সংগ্রহ হয়ে যাবে। এই পরিকল্পনার অনেক কথা এমন আছে (যাহা পরে সময় মত জানাব) যদ্বারা আয় বেড়ে যাবে।

এই পরিকল্পনা আমার মনে যখন এল, তখন কোন কোন বন্ধু পরামর্শ দিলেন এবং আমিও এ বিষয় চিন্তা করলাম এবং পরীক্ষা করলাম, এর মধ্যেই হযরত মোসলেহ মওউদ (রাজিঃ) এর কোন নির্দেশও আমার দৃষ্টিতে পড়ল। এই সময় এই পরিকল্পনা এক দিক দিয়ে অস্পষ্ট ছিল। কারণ বিস্তারিত বিষয় তখনও মনে ছিলনা ইহা সম্ভবও ছিল না। হাঁ ইহা ইচ্ছা ছিল যে, মাত্র শত বার্ষিকী উৎসব প্রতিপালন করা। বরং জমাতে আহমদীয়ার জীবনে যখন দ্বিতীয় শতাব্দী আরম্ভ হবে, যেমন পূর্ববর্তী খোতবায় বলেছি, উহা হবে পরবর্তী শতাব্দী, ইসলামের বিজয়ের শতাব্দী, আলমগীর এই শতাব্দীর কার্য সমূহের ভিত্তি রাখার জন্য এবং সেই সব ভিত্তি দৃঢ় করার জন্য আগামী পনর ষোল বৎসর আমাদেরকে অশেষ পরিশ্রম করতে হবে।

সালানা জলসার পর কোন কোন কথা আমার মনে পড়েছে, যা খোদাতালা আমাকে শক্তি দিলে আমি মজলিসে মোশাবেরাতের সময় এই পরিকল্পনার বিস্তারিত বিবরণ দিব, তবে শুধু দোয়ার উদ্দেশ্যে ইহার মুশাবিদা কতেক সম্ভাব্য বিবরণ বন্ধুদের সামনে পেশ করছি।

এই পর্যন্ত ইসলামের প্রচার আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ছিল না। যেমন হযরত মসিহে মওউদ (আঃ) এর দাবীর সময় প্রথমতঃ পাঞ্জাবে বিরোধীতা ছিল, তৎপর সারা ভারতে এই বিরোধীতা ছড়াইয়া পড়ে। স্বর্গ হতে যে ধ্বনি হযরত মসিহে মওউদ (আঃ) এর মাধ্যমে উত্থিত হয়েছিল, জনগণ সে ধ্বনি স্তব্ধ করার জন্য প্রচেষ্টা করেছিল, ইসলামের বিজয়ের এই স্বর ইসলামের এই বিজয়ের প্রচেষ্টার পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করার জন্য বিরোধিতা করেছিল। ১৯৪৭ইং পর্যন্ত এই অবস্থা ছিল, তৎপর হিন্দুস্তানের বাহিরের লোকদের অন্তরে এই দিকে আসবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। অজানা ভাবে ক্রমে সেখানে আহমদীয়তের বানী পৌঁছে। এবং একজন দুইজন করে আহমদী হতে আরম্ভ করে। ক্রমান্বয়ে ইসলাম বিজয়ের কাজ প্রশস্ততা লাভ করতে থাকে। যতই আহমদীয়তে আসে ততই বিরোধীতা হতে থাকে প্রথমতঃ স্থানীয় ভাবে, পরে যতই আহমদীদের সংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকে ততই বিরোধ প্রবল হতে প্রবল হতে থাকে। কিন্তু কোন দিন এরূপ বিরোধ হয় নাই যাতে করে আমাদের প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণ

রূপে রোধ করে দিতে পারে।

তৎপর আল্লাহতালার অনুগ্রহে জমাত সমূহ বৃদ্ধি হতে থাকে। কোন কোন দেশে আমাদের সংখ্যা সে দেশের লোক সংখ্যার শতকরা দশ জনের বেশী এবং আর্থিক কোরবানীর অবস্থা হল, কোন কোন ছোট দেশের জমাতের বাজেট তিন লক্ষের চেয়ে বেশী; অথচ তাদের সাখ্যা আমাদের তুলনায় শতকরা দশ জন হবে, কিন্তু তাদের বাজেট আমাদের তুলনায় পঞ্চাশ গুণ হবে। বস্তুতঃ আল্লাহতালার ফজলে বহু কোরবানী দিবার জন্য জমাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এবং জমাত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিরোধিতাও হয়েছে; কিন্তু কখনও বিরোধিতার ভয়ে আমাদের মধ্যে কোন বিশৃঙ্খল ভাব আসে নাই, আমরা হতবুদ্ধি হই নাই। কারণ পূর্ণ শক্তির দ্বারা উহার মোকাবেলা করা আমাদের জীবনের এক অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। যে কোনো প্রকারে হউক যখন আমাদের জাতির জীবনে শক্তি এসেছে তখন বিরোধীতা ও জোরে শোরে এসেছে, ইহা হওয়াই প্রয়োজন ছিল। মোট কথা যেই দেশেই জমাত সমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে বাধার সৃষ্টি হইয়েছে। যথা, আফ্রিকার অনেক দেশে-যেখানে আমদের জমাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং জমাত উন্নতি করেছে এবং সেখানে খোদাতালার অনুগ্রহে জমাত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। সেখানকার অধিবাসীরা বিরোধীতা আরম্ভ করে দিয়েছে। যতই জমাত বৃদ্ধি পেয়েছে ততই বাধাও সেই পরিমাণ শক্ত হয়েছে। কিন্তু বাধা দান কারী সেই দেশের লোকেরাই ছিল। অর্থাৎ স্থানীয় ভাভেই ছিল।

গত জলসা সালানা পর্যন্ত এই ভাবেরই ছিল। জলসা সালানার পূর্বে আল্লাহ্‌তালা আমার অন্তরে শত বার্ষিকী জুবিলী পরিকল্পনার প্রেরনা দিলেন এবং এত জোরে আন্দোলন হল যে, জলসা সালানায় উহার ঘোষণা করা হল যে, আগামী পনর ষোল বৎসর বড়ই গুরুত্ব পূর্ণ বৎসর; খুবই কঠিন বৎসর। বিরাট কোরবানীর বৎসর; নিজেদেরকে সংযম করার বৎসর। নূতন বংশকে নূতন ভাবে শিক্ষা দিবার বৎসর।

সুতরাং যখন সালানা জলসায় শত বার্ষিকী জুবিলী পরিকল্পার ঘোষণা করা হল তখন কিছু দিন পর এমন সংবাদ সমূহ এল যাতে আমার অন্তরে আল্লাহতালার প্রশংসার প্রস্রবণ বেগে জারী হল, আল্লাহতালা অন্তর্যামী; আমি কোন অবগত ছিলাম না আল্লাহতালা অবগত ছিলেন তিনি জমাতের মনযোগ এদিকে আকর্ষণ করেন যে, কোরবানী দিবার জন্য প্রস্তুত হও। এখন জমাতে আহমদীয়ার পক্ষ হতে বিশ্বব্যাপী ইসলাম বিজয়ের সময় আগত। এখন তার বিরোধীতাও এক নূতন আকার ও নগন্য প্রকার রূপ পরিগ্রহ লাভ করছে। উহা আন্তর্জাতিক সম্মিলিত আকার ধারণ করছে। প্রথম ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন আকারে বাধার সৃষ্টি হয়েছে এখানেও বিরোধীতা দেখা দিয়ে ছিল,

এখানে বেশীর চেয়ে বেশী এই ছিল যে, মসীহে মওউদ (আঃ) এর বিরুদ্ধে মক্কা মদিনা হতে কুফরের ফতওয়া এনে জনগণের মধ্যে প্রচার করা হত। কিন্তু এই অভিযানে জমাতের মধ্যে কোন দুর্বলতা আসে নাই। যা হউক, দেশে দেশে এই বাধা ছিল, কিন্তু জমাত সম্মিলিত বিরোধীতার সম্মুখীন কোন দিন করেনি।

আমি পূর্বেও কয়েকবারবলেছি যে, ইসলাম জয়যুক্ত করা কোন সাধারণ ব্যাপার নয়।

আল্লাহ্‌তালার এই বিরাট পরিকল্পনা (যাহা স্বর্গ হতে নেমেছে এবং মানুষের দুর্বল হস্তে সমর্পন করা হয়েছে। যদি খোদাতালার রহমত, তাঁর শক্তি এবং ক্ষমতা ও পরাক্রান্তা ক্রোধশীলতার প্রতি ভরসা না হত তা হলে এর চিন্তাই) মানুষকে পাগল করে ফেলত। কিন্তু যেখানে খোদাতালা ইসলামকে জয়যুক্ত করার বিরাট পরিকল্পনা মাহ্‌দী মাওউদ (আঃ) এর মাধ্যমে জমাতে আহ্‌মদীয়ার হস্তে সমর্পন করেছেন সেখানে প্রত্যেক আহমদীর অন্তরে আল্লাহতালা এরূপ তাওয়াক্কুল সৃষ্টি করে দিয়েছেন যে, তারা যুক্তি মূলক বিধি ব্যবস্থাকে পদতলে দলিত মথিত করে খোদাতালার ডাকে সাড়া দিয়ে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয়ে চলে

বাস্তব প্রথম দেশে বাধা দিলে। দেশ হতে বের হয়ে পরদেশে বাধার সৃষ্টি হল, তার পর দেশে দেশে এই বাধা হল, এখন ঐ বাধা এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, বিশ্বের সমবেত ভাবে এই বাধা দেখা দিয়েছে এর চেয়ে বিরাট কোন চক্রান্ত এই ভূমণ্ডলে কল্পনা করা যায় না। যখন এই ষড়যন্ত্র চরম আকার ধারন করলো, তখন আমাদের প্রত্যেকের অন্তঃকরণ থেকে উঠল-প্রচ্ছন্ন হয়েছি আমরা প্রিয়ের মধ্যে আত্ম গোপন করে,

এই আন্তর্জাতিক চক্রান্তের বিরুদ্ধে ইসলামকে জয়যুক্ত করার জন্য জমাতকেও এক আন্তর্জাতিক জেহাদে লিপ্ত হতে হবে। এই জেহাদের জন্য আপনাদিগকে প্রস্তুত হতে হবে। যার বিস্তারিত বিবরণ খোদাতালার অনুগ্রহে মজলিশে মেশাবেরাতের সময়ে পেশ করা হবে প্রথমত আল্লাহতায়ালা বলেছেন, বিরাট কোরবানীর জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। তারপর অবগত হলাম যে, আমাদের বিরুদ্ধে কয়েকটি দেশ মিলিত হয়ে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র তৈরী করেছে। যাতে করে ইসলাম জয়যুক্ত হতে না পারে ইহাতে মুসলমান অমুসলমান সবাই রয়েছে, যারা মুসলমান তবে প্রকৃত ইসলাম বুঝে না তারা এবং অমুসলীম যারা তারা তো সব সময়ই ইস ধ্বংশ করার চেষ্টায় লেগে আছে। এখন তাদের আশংকা হয়ে গেছে ইসলাম তাদের ধর্মের উপর বিজয়ী না হয়ে যায়। এবং যারা নাস্তিক তারা একথা বলতে আরম্ভ করেছে যে, পৃথিবীতে নাস্তিকতা ও সমাজতান্ত্রিকতার পথে একটি মাত্র প্রতিবন্ধক রয়েছে, তা হল আহ্‌মদীয়া জমাত। অতএব তাহারা সকলে মিলিত হয়ে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র তৈরী করে নিয়েছে। এই

ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করার জন্য খোদাতালার মর্জিতে শত বার্ষিকী আহ্‌মদীয়া জুবিলী পরিকল্পনা পেশ করে আর্থিক কোরবানীর আহ্বান করা হয়েছে।

ইসলাম বিরোধী আন্তর্জাতিক চক্রান্ত ইহাই বলে দিতেছে যে, খোদাতায়ালার ফজলে ইসলামের বিজয়ের সময় সন্নিকট।

আমি ত আড়াই কোটি টাকার দাবী করে ছিলাম; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলে ছিলাম যে, এই অর্থ পাচ কোটি টাকা পর্যন্ত হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহে ইহা দেখেছি যে, খোদাতালার অনুগ্রহে এর চেয়েও বেশী হবে। সম্ভবত: নয় কোটি টাকা হতে পারে। কিন্তু আমি মৌলিক ভাবে যা দেখছি—যাহা আমার অন্তরে খোদাতালার প্রবল প্রশংসার আবেগ সৃষ্টি করে দিয়েছে এবং আমি চাই বন্ধুগণও আমার সংগে খোদাতালার প্রশংসার শরীক হউন—তা হল এই যে, আড়াই কোটি পাঁচ কোটি নয় কোটি পর্যন্ত যে চাঁদা জমা হওয়ার আশার সঞ্চার হয়েছে ইহাতে আল্লাহতায়ালা আমাকে বলে দিয়েছেন, যদি আমরা আন্তরিকতার সহিত এবং পবিত্র মনে খোদাতালার পথে কোরবানী পেশ করি, তা হলে ইসলামকে জয়যুক্ত করার জন্য যত পরিমাণ পার্থিব সম্পদের প্রয়োজন, তা সবই তিনি সংগ্রহ করে দিবেন। এবং ইহার জন্য যে পরিমাণ দোয়ার প্রয়োজন, আল্লাহ তাহা জমাতকেও সেই পরিমাণ দোয়া করার শক্তি প্রদান করবেন। আমাদের সাধ্যানুসারে দোয়া এবং তদবীরকে শেষ পর্যন্ত পৌঁছা আমাদের কার্য এবং খোদা-তালার হাতে অস্ত্র হয়ে ইসলামকে পৃথিবীতে জয়যুক্ত করার উপকরণ হওয়া এবং আমাদেরকে তাঁর রহমতের ওয়ারেছ হওয়া, খোদাতালা ইহাই করুন। (আমীন)

দোয়ার আবেদন

মোহতরম জনাব আমীর সাহেব (জামাতে আহ্‌মদীয়া বাংলাদেশ) আজ কয়েকদিন হইতে গুরুতর অসুস্থ। তিনি প্রায় শয্যাগত। বন্ধুগণ তাঁহার রোগমুক্তি এবং পূর্ণ স্বাস্থ্যের জন্য দোয়া করিবেন। আল্লাহু শাফীউল আমরাজ।

ওসিয়ত ঃ অর্থনৈতিক মুক্তির সরল পথ

মালিকানা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বস্তুতঃ, ইসলামিক বিধানে সম্পত্তির ব্যক্তি মালিকানার অর্থ হচ্ছে কোনো বিশেষ বিশেষ সম্পদের উপর কোনো বিশেষ ব্যক্তির ব্যবহারের অধিকতর অধিকার। তাই, অব্যবহৃত কোনো সম্পদকে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি প্রথম তার আয়ত্বে নিয়ে আসে সেই সম্পদের প্রতি অধিকারও সেই ব্যক্তির (হাদিস আবু দাউদ)। অর্থাৎ বলা যায়, কোনো মানুষ যদি তার কোনো সম্পত্তিকে অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলে রেখে তবে সেই সম্পত্তির উপর থেকে তার অধিকার ছুটে যাবে। সম্পত্তির প্রতি অধিকার তার উপভোগ এবং নিয়ন্ত্রন ও হস্তান্তর করনের ব্যাপারে ইসলাম বিশদ ভাবে নির্দেশ বা আইনকানুন দান করেছে। এমনকি কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু সম্পর্কেও বিধান দান করছে ইসলাম। হাদীস শরীফে (বোখারী) আছে : জায়েদ বিন খালিদ (রাজিঃ) বলছেন একদিন একটি লোক রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকটে এসে হারানো বস্তুর সম্পর্কে জানতে চাইলো রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন খুব সতর্কতার সঙ্গে এবং সততার সঙ্গে পুরো একটি বছর ধরে সেই বস্তু সম্পর্কে জনসাধারণ্যে ঘোষণা চালাতে হবে। মালিক এসে গেলে তার জিনিষ তাকে ফিরিয়ে দেবে, না এলে তুমি খুশীমত ব্যবহার করতে পারবে। লোকটি জিজ্ঞেস করল বস্তুটা যদি ছাগল হয়? সেটা তোমার সম্পত্তি, না হলে তোমার ভাইয়ের, না হলে নেকড়ে বাঘের বললেন রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)। লোকটি তখন একটি উট সম্পর্কে জানতে চাইলো। রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন "তার ব্যাপারে তোমার মাথা ঘামাবার কিছু নেই। সে তার সাথে তার খাবার পানি নিয়ে বেড়াতে পারে, তার লম্বা ঠ্যাং আছে, সেই ঠ্যাং দিয়ে সে খুরে দিয়ে ঘরে যেতে পারে যতক্ষন না তার মালিক এসে যায়।' সম্পদের অধিকার (মালিকানা নয়) সম্পর্কিত এই হাদীস শরীফগুলো সমানভাবে অনুসৃত হয়ে থাকে শিয়া, সুন্নী সকল ফেরকার মুসলমানদের মধ্যে। উল্লেখ্য যে, শিরংকুল মালিকানা যেহেতু আল্লাহতায়ালার; সেহেতু আল্লাহ্ তার রসুল এবং তার খলীফাগন ছাড়া অন্য কারুরো কোনো রাষ্ট্রের বা ব্যাক্তির কোনো অধিকার নেই সম্পদ সম্পর্কে আইন-কানুন প্রনয়ন করার। হাঁ, যদি এমন কোনো দিক বা সমস্যার উদ্ভব ঘটে যার অনুরূপ কিছু রসুলে করিম (সাঃ) বা খলিফাগনের আমলে ঘটেনি; তবে কেবল, কেবল তারই সম্পর্কে সমাধান দানের অধিকার থাকবে রাষ্ট্রের।

সঞ্চয় ও সুদ

অবাধ মালিকানা বোধ সঞ্চয়ের পথে মানুষের সম্মুখ থেকে ন্যায় অন্যায় সকল নাঠাই

অপসারিত করে ফেলে। সঞ্চয় উপহার মূলে ক্রিয়াশীল থাকে মানুষের নিরাপত্তা বোধ। মানুষ সঞ্চয় করে, বর্তমানের সম্বন্দে এবং ভবিষ্যতের লাভ ও সংকট মুক্তির আশায়। অহেতুক অর্থনীতি বা লিপসাও এর অন্যতম কারণ। সঞ্চয় প্রচেষ্টার পথে মানুষ সম্পদের প্রতি নির্ভরশীল হতে থাকে। এই নির্ভরশীলতার ক্রমবর্ধন তাকে আস্তে আস্তে এমন স্তরে নামিয়ে ফেলে যেখানে সে আল্লাকেই ভুলতে বসে। তখন আল্লার প্রতি নির্ভরশীলতা তার মন ও মস্তিষ্ক থেকে সরে দাঁড়ায়। মানব জীবনের উদ্দেশ্য যে আল্লার সন্তুষ্টি অর্জন, তার পরিবর্তে অর্থই তার সমগ্র সত্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এই অবস্থায় তার সম্পদ তাকে শিরক্ বা অংশবাদীতার তমসাছন্ন গুহায় ঠেলে দেয়, ধ্বংশ যার অগ্রগতিরোধ্য পরিনাম। এই পরিনাম ধীরে ধীরে ব্যক্তি থেকে জাতিকে পর্যন্ত গ্রাস করে ফেলে। তাই, মানব জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার প্রয়োজনেই অন্য অনেক কিছুর প্রচলিত মালিকানাকেও নাকচ করে দিয়েছে ইসলাম। অস্বিকার করেছে সম্পদের অবাধ সঞ্চয় ও কেন্দ্রিভবন। হুশিয়ারী উচ্চারন করেছে বারবার এর বিরুদ্ধে। অবাধ সফরের অনিবার্য ও মারাত্মক পরিনাম সম্পর্কে কঠোর শতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে আল্ কোরান :

"অভিশপ্ত সেই, যে ধনসম্পদ জমা করে তা গননা করে। সে মনে করে যে, তার সম্পদ তাকে নিরাপত্তা দান করবে। না, সম্পদ তাকে এমন জায়গায় ধাবিত করবে, যেখানে সে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়বে—" (১০৪ : ৩—৫)।

সঞ্চিত অর্থের অধিকারী মানুষ চায় তার অর্থের বৃদ্ধি। এ অবস্থায় ন্যায় অন্যায় কোনো প্রকার সুযোগই সে হেলায় হারাতে রাজী থাকে না। সুদে টাকা খাটানোকে সে তখন ব্যবসাই ভাবতে শিখে। বিনা সুদে ঋনদার তার কাছে ক্ষতিকর মনে হয়। সুদকে তখন সে উৎপাদনের অন্যতম এজেন্ট মুলধনের প্রাপ্য লভ্যাংশ বলে স্বীকৃতি দেয়। এই সুদ প্রথা এমন একটি অর্থনৈতিক পদ্ধতি যেখানে ক্ষতির আশঙ্কা তো নেই-ই-বরং লাভের নিশ্চয়তাও সম্পূর্ণ নিরাপদ নিরংশকুশ। এই সুদের ভিত্তিতেই পরিচালিত হয়ে থাকে আধুনিক কালের বৃহদায়তন কম্বাইন ট্রাষ্ট কার্টেল প্রভৃতি। প্রতিযোগীতার বিলোপ সাধন করে সুদকে একটা নির্ধারিত সীমার উপরে টিকে রাখাই বৃহৎ বৃহৎ কম্বাইন ও ট্রাষ্ট প্রতিষ্ঠার আসল উদ্দেশ্য। এই অবস্থায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পগুলো ধীরে ধীরে উৎপন্ন হয়ে যায়। ট্রাষ্ট প্রভৃতি তখন নিজেদের বাজার এলাকায় একচেটিয়া প্রভূত্ব বিস্তার করে স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে। এমন একদিন এসে যায় যখন কার্টেলগুলিই গোটা আন্তর্জাতিক বাজার নিয়ন্ত্রনে সক্ষম হয়। এমনকি দেশের সরকার পর্যন্ত তাদের নিয়ন্ত্রনাধীনে এসে যায়। পুঁজিবাদী অর্থনীতির এই

পরিনাম সমাজকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয়। এ কারণে এ জাতিয় অবস্থিত অবস্থার পরিণতিকে প্রতিরোধ করার জন্যই ইসলাম সুদকে হারাম ঘোষণা করছে:

"যারা সুদ খায় তারা টিকতে পারে না। টিকতে পারে শুধু তারাই যাদেরকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল করে তুলছে। কারণ, তারা বলে থাকে—সুদ আর ব্যবসা একই জিনিষ। অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করে সুদকে হারাম করে দিয়াছেন।"

(২ : ২৭৬, ২৭৭ ; ৩০ : ৪৩)।

সুদের লালসা সঞ্চয়ী মানুষকে অধিকতর সঞ্চয়ের প্ররোচনা জোগায় জন্য, সুদ জোঁকের মত সমাজদেহের রক্ত চুষে খায়। আমরা দেখছি সুদপুষ্ট মহাজনী অর্থনীতির অপরিহার্য পরিনাম সাম্রাজ্যবাদ। যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত দেশগুলো ছাড়াও সুদ অন্যদেরকেও যুদ্ধে জড়িত হওয়ার উস্কানী দান করে। বৃহত্তর যুদ্ধের প্রাক্কালে কোনো রাষ্ট্র যদি যুদ্ধকালীন প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে না পারে; তাহলে সে কখনই যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে সাহস পায় না, তার ইচ্ছা থাকলেও। অথচ এই সুদ প্রথাই তাকে সেই অর্থ সংগ্রহের সুযোগ দিয়ে তার সর্বস্বান্তের পথ প্রশস্ত করে তুলে। বিগত অর্ধশতাব্দীর বিশ্বইতিহাসের দিকে তাকালেই তার প্রমাণ মিলবে। এক কথায় সুদের অর্থই বিপর্যয়—মানবতার বিরুদ্ধে লড়াই। তাই, সুদ প্রথার মারাত্মক পরিনাম লক্ষ্য করে ইসলাম শুধু তাকে নিষিদ্ধই ঘোষণা করেনি, এর বিরুদ্ধে কঠোর—না, কঠোরতম সতর্কবানী উচ্চারণ করেছে, যুদ্ধ ঘোষণা করেছে সুদখোরদের বিরুদ্ধে আল্লাহ ও আল্লার রসুলের তরফ থেকে:

"হে বিশ্বাসীগণ! ভয়কর আল্লাকে এবং বর্জন কর সুদাশ্রিত সমস্ত কিছুই যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। কিন্তু যদি না কর, তবে সতর্ক হও যুদ্ধের নিমিত্তে আল্লাহ এবং তাঁর রসুলের পক্ষ থেকে।"—(২ : ২৭৯, ২৮০)।

সুদকে হারাম ঘোষণা করলে মূলধনের প্রাপ্য লভ্যাংশ বলে আর কিছু থাকে না। তখন মূলধন আর উৎপাদনের অন্যতম অংশীদার বলে পরিগণিত হয় না। ফলে পুঁজিতন্ত্রের ভিত্তি স্তর সুদাশ্রিত যে মূলধন তার আলাদা অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে যায়। পুঁজিতন্ত্রের গগনচুম্বী ইমারত ধ্বসে পড়ে। তাই ইসলামী অর্থনীতিতে প্রচলিত পুঁজিতন্ত্র অচল। সুতরাং পুঁজিবাদী অর্থনীতির কুফলের আশংকা ইসলামী ব্যবস্থায় অমূলক। উল্লেখযোগ্য যে, কোরআন সুদকে হারাম বলে রায় দিয়েছে এ কথার অর্থই হলো সুদের বিলোপ সাধন খুবই সম্ভব। আধুনিক কালের সুদের '০' ডিগ্রি বা সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর আলোচনাই তার প্রমান। বলা বাহুল্য, মধ্যযুগে মুসলমানদের আন্তর্জাতিক বানিজ্যে সুদ জাতিয় কোনো পদার্থের অস্তিত্ব ছিল না।

দাবী করেন অনেকেই যে, কম্যুনিষ্ট দেশে সুদের প্রচলন নেই। কথাটা আপাতদৃষ্টিতে

ঠিক মনে হলেও বস্তুতঃ বেঠিক। কেননা, ব্যক্তি-পুঁজিবাদী ব্যাংকি ব্যবস্থা কম্যুনিষ্ট দেশে প্রচলিত নেই জন্য সেখানে সেই পর্যায়ে সুদের প্রচলন বন্ধ হয়ে আছে। কিন্তু আদর্শগতভাবে সমাজবাদ সুদের বিরুদ্ধে কোনো কথা উচ্চারণ করে কি? করে না। সুদকে শুধু উদ্বৃত্ত মূল্যের একটা অংশ বলেই ছেড়ে দিয়েছেন মার্কস। কিন্তু যুগের অন্তর্নিহিত ভয়াবহ ক্ষতিকারীতার দিকে কোনো আলোকপাত করেনি মার্কসীয় দর্শন এবং যুদ্ধের নিষিদ্ধ করন সম্পর্কে সম্পুর্ণ নীরব থেকেছে। তাই দেখা যায়, ব্যক্তিগত পর্যায়ে না হলেও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সেখানে সুদের লেন দেন অবাধ রয়েছে এবং থাকবেও। বলা যেতে পারে যে, সাফুল্য উদ্বৃত্ত মূল্যেরই যখন সমাজীয় কারণ হয়ে যাচ্ছে, তখন সুদের ক্ষতিকারীতার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু, সেই সমাজীয়করণ হয়েছে কি? হয় কি। হচ্ছে ও না। ভবিষ্যতে হওয়ার সম্ভাবনা ও সুদূর পরাহত। কম্যুনিষ্ট দেশ গুলোর সর্বশেষ অর্থনৈতিক গতিমুখীতাই তার প্রমাণ।

সামাজিক পরিবর্তনের পথে সমাজের অন্তরঙ্গের খেয়ে বহিরঙ্গের রূপটাই মার্কসের বুদ্ধিকে আলোড়িত করেছিল বেশী। তাই এপথে তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে বাইরের পরিবেশ-প্রসূত শ্রেণীর সংগ্রাম, ধরা পড়েনি অন্তমের প্রবাহমান শ্রেণী দৃষ্টির গূঢ় বিবর্তনের ধারা। ফলে, রোগীর নিধনকেই রোগ নিধনের সর্বোক্ত পন্থা বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। সে ঘোষণার একটা কার্যকর রূপও পৃথিবী প্রত্যক্ষ করেছে বটে, কিন্তু রোগ নিরাময় হয়নি বরং অধুনা এটা বেশ প্রকট হয়েই উঠছে যে, রোগ রোগীনিধন কারীদেরকেই আক্রমন করে বসছে। কেননা, কম্যুনিষ্ট দেশগুলো বর্তমানে রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে তুলে পুঁজিবাদী অর্থনীতির ত্রুটি সমুহকে আরও মারাত্মক আকার দান করছে। রাষ্ট্রই সেখানে ব্যবসা-বানিজ্য এবং বিনিময় প্রভৃতির দায়িত্ব পালন করছে; এবং সুদ ও পুঁজিবাদী বিনিময় পদ্ধতি প্রভৃতির ভিত্তিতেই করছে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্র অধিকতর বৃহদায়তনের কার্টেল ছাড়া আর কি? বলে রাখা ভাল যে, সুদ খাওয়ার কুৎসিৎ মনোবৃত্তিই সামাজিক সকল বিপর্যয়ের প্রধান কারণ।

(ক্রমশঃ)

"প্রত্যেক প্রভাত যেন সাক্ষ্য দেয়, তোমরা তাকওয়ার সহিত নিশা যাপন করিয়াছ এবং প্রত্যেক সন্ধ্যা যেন সাক্ষ্য দেয় তোমরা সততার সহিত দিন যাপন করিয়াছ।"

এলেম ও আমল

—আজমল হক

"ইয়া আইওহাল্লাজিনা আমানু লেমা তাকুলুনা মালা তাফয়ালুন। কবুরা মাকতান ইনদাল্লাহে আন তাকুলু মালা তাফ আলুন"
(আল-কোরান)

আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে অন্ধকার হইতে আলোকে, অসৎ পথ হইতে সৎপথে আনয়নের জন্য যুগে যুগে নবী প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহারা নিজেরা সৎকাজ করিয়া মানুষকে সেই পথে চলিবার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। হযরত রছুলে মকবুল (সাঃ) ছিলেন আম্বিয়া এ কেরাম তথা মানবকুল শ্রেষ্ঠ। প্রত্যেক নবীই সেই যুগের মানবের জন্য আদর্শ হইয়া আসেন। যুগোপযোগী মানবীয় গুনের বিকাশ তাঁহাদের চরিত্রে দেখা যায়। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর ভিতর সকল মানবীয় গুনের সমাবেশ প্রকাশ পায়। এজন্যই পবিত্র কোরান পাকে তা'কে উৎকৃষ্টতম আদর্শ বলা "হইয়াছে। কথা ও কার্যের ভিতর সামঞ্জস্যতাই আদর্শ চরিত্রের বৈশিষ্ট। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনে এই বৈশিষ্ট বাল্যকাল হইতে মৃত্যু পর্যন্ত বর্তমান ছিল। তাঁর বিরুদ্ধবাদিগণ তাঁর কথাও কার্যেয় মাঝে কোন ক্রটি পান নাই। তাঁর চরিত্রের মাধুর্য্য তৎকালিন মানুষকে মুগ্ধ করে যারফলে তাঁকে আল আমিন আখ্যা দেওয়া হয়। তারকথাও কার্যে যেমন কোন বৈসম্য পরিদৃষ্ট হয় নাই তদ্রুপ তাঁর অনুসারীদের ভিতরও এরুপ কোন বৈযাদৃশ্য থাকিবে না ইহাই ছিল তাঁহার শিক্ষা। তিনি বলিয়াছেন "যে ব্যক্তির বিদ্যা অধিক কিন্তু হেদায়েত কম সে আল্লাহ তায়ালা হইতে অনেক দূরে।" (আবু মনছুরদাইলামী) তিনি আরও বলিয়াছেন "কোন ব্যক্তি আলেম হয় না, যেপর্যন্ত সে এলেম অনুযায়ী আমল না করে।" (বোইহাকি) অপর এক হাদিসে বর্নিত হইয়াছে "কেয়ামতের দিন কোন আলেমকে আনা হইবে, তাঁহাকে দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে। এবং তাহার নাড়ীভূড়ী বাহির করা হইবে, যে নাড়ীভূড়ীর সহিত ঘুরিতে থাকিবে যেরূপ গর্দভ যাতার সহিত ঘুরে। দোজখ বাণীগন তাহার সহিত ঘুরিবে এবং বলিবে 'তোমার কি হইয়াছে,' সে বলিবে 'আমি সৎকাজ করিতে বলিতাম কিন্তু নিজে করিতামনা।
(বোখারী ও মোসলেম)

যে ব্যক্তির কথা ও কার্যের ভিতর কোন সাদৃশ্য নাই সে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সবচাইতে নিন্দনিয়। সুরা সাফের যে আয়াত প্রথমেই পেশ করা হইয়াছে তাহাতে আল্লাহ তায়ালা ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। আল্লাহ বলেন "হে ঈমানদারগণ, তোমরা যাহা বল তাহা করনা কেন? আল্লাহর নিকট ইহা সবচাইতে নিন্দনীয় যাহা তোমরা বল কিন্তু করনা"

রছুলে মকবুল (সাঃ) এর হাদিস ও আল্লাহর পবিত্র কালাম হইতে ইহাই প্রমানিত হয় যে কাহাকেও এরূপ কোন কথা বলার

অধিকার দেওয়া হয় নাই যাহা সে কার্য্যে প্রকাশ করেনা।

যাহা অনুকরনীয় তাহাই আদর্শ বলিয়া পরিচিত। হয় মানব জাতীর জন্য হযরত রছুলে করিম (দঃ) "ওসওয়াতুল হাসানা বা উৎকৃষ্ট-তম আদর্শ ছিলেন বলিয়াই আল্লাহ আমাদিকে হযরতের পূর্ণ অনুগমনের নির্দ্দেশ দান করিয়াছেন। এ সম্বন্দে কোরানে আল্লাহ বলেন "কোল এন কুন- তোম তুহিবুনল্লাহা ফাত্তাবেউনি ইওহবেব কোমল্লাহু ইয়াগফের লাকোম জুনুবাকোম "বল যদি তোমারা আল্লাহকে ভালবাস তবে আমার অনুসরন কর, আল্লাহ তোমাদের ভাল বাসিবেন এবং তোমাদের পাপ সমুহ ক্ষমা করিবেন। অতএব রসুলের অনুসরনের মাধ্যমেই খেদা প্রাপ্তি সম্ভব ইহার জন্যই আল্লাহ তাঁহাকে উৎকৃষ্ঠ তম আদর্শ করিয়া জগতে প্রেরন করেন। হযরতের জীবনে জগতের প্রতিটি স্তরের মানবের আদর্শ বিদ্যমান। উৎকৃষ্ট শাসক সেই যে শাসক হজরতের উৎকৃষ্টতম অনুসারী উৎকৃষ্ট সৈনিক সেই যে সৈনিক হজরতের উৎকৃষ্ট অনুসারী, উৎকৃষ্ট কর্মচারী সেই যে কর্মচারী হজরতের উৎকৃষ্ট অনুসারী "উৎকৃষ্ট ব্যবসায়ী তাকেই বলা যাইবে যে ব্যবসায়ী হজরতের উৎকৃষ্ট অনুসারী উৎকৃষ্ট আলেম সেই যে আলেম হজরতের উৎকৃষ্ট অনুসায়ী এরুপ ব্যাক্তিই আল্লাহর অধিক নৈকট্য লাভকারী ও প্রিয়পাত্র।

হজরত রছুলে মকবুল(সাঃ)এর কার্যবলীকে সুন্নাহ বলা হয়। এলেম অনুযায়ী আমল ইহাদের অন্যতম। হজরতের শাহাবাগণ তার সাহায্য লাভ করেন, তাই তাঁর চারিত্রিক বিকাশ তাঁহাদের ভিতর পরিদৃষ্ট হয়। সাহাবীগণের অনুযায়ী তাবেইন ও তাবে-তাবেইনগণের জীবনীতে ও ইহা পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়। তাঁহাদের চারিত্রিক সৌন্দর্য ইসলামের বিজয়কে ত্বরান্বিত করে। তাঁহাদের চরিত্রের প্রধান গুণছিল তাঁহারা পড়িতেন বুঝিতেন রসুলুল্লাহ্ দঃ এর সুন্নাহ্ মোতাবেক নিজেরা পরিচালিত হইতেন ও অপরকে সেই ভাবে চলিতে উপদেশ দান করিতেন। তাঁহাদের উপদেশবলি আমলের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁহারা জানিতেন আমলবিহীন উপদেশ কোন কার্যে আসে না। হযরত নবী করিম (সাঃ) তাঁহার জীবনে ইহার এক জ্বলন্ত প্রমান রাখিয়া গিয়াছেন কোন এক ব্যক্তির বালক পুত্রের মিষ্টি খাবার অভ্যাস দুর করার জন্য হজরতের উপদেশ দান পদ্ধতি মুসমানদের জন্য আদর্শ হিসাবে কেয়ামত পর্যন্ত জারী থাকিবে! উক্ত ঘটনা দ্বারা হযরত এই শিক্ষাই দিয়াছেম যেন কেহ এমন বিষয় উপদেশ দান না করে যাহা তাহার ভিতর দৃষ্ট হয়। কিন্তু কালের গতিতে হযরতের অনুসারীগণ রছুলের সুন্নাহ হইতে অনেক দুরে চলিয়া যান। মুসলমানগণ রছুলের বাহ্যিক সুন্নাহ পালনে তৎপর থাকিলেও আমলে সালেহার যে আদর্শ হযরত রাখিয়া গিয়াছেন তাহা

ভাগাড়াম্বরের ভিতর সীমাবদ্ধ রাখা হয়। এলেমকে আমল করিবার স্পৃহা খুব কমই দেখা যায় অনেকের মুখে অনেক ভাল ভাল কথা শুনা গেলেও আমলের অভাবে তাহা কার্যকরি হয় না। বর্ত্তমান জামানাতে আমলের অভাব অত্যাধিক পরিদৃষ্ট হয়। আজ এলেম অনুযায়ী আমল করিবার পরিবর্ত্তে অন্যের নিকট নিজের প্রাধান্য বিস্তারের প্রবনতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। অথচ হযরতের শিক্ষা ছিল "আলেমদের উপর বড়াই করিবার জন্য মূর্খদের সহিত মোনাজেরাহ করিবার জন্য এবং লোকের মুখ তোমার দিকে ফিরাইবার জন্য এলেম শিখিও না। যে এরূপ করিবে সে দোযখে যাইবে।" (এবনে মাজাহ)

মানুষের ভিতর এলেম অনুযায়ী আমলের অভাব হইলেই সংস্কারকের প্রয়োজন। তাঁরা রছুলের সুন্নহকে কার্যে পরিণত করিয়া মানুষকে পুনরায় সত্যের দিকে ফিরাইয়া আনেন রছুলের হাদিস হইতে জানা যায় সময়ের ব্যবধানে মুসলমানের ভিতর কোরান ও সুন্নাহ মোতাবেক চলার প্রবনতা কমিয়া যাইবে। আলেম থাকিলেও এলেমের উপর আমল না থাকায় নানা প্রকার বেদাত ও কুসংস্কার দ্বারা ধর্মকে দুষিত করা হইবে। তাই আল্লাহ্ ধর্মকে কলুষমুক্ত করার জন্য প্রতি শতাব্দীর শিরোভাগে মোজাদ্দেদের উদ্ভব করিবেন।

ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, বর্ত্তমান শতাব্দী মুসলমানদের চরম অবনতির যুগ। আখেরী জামানার যে চিত্র রছুলের হাদীস হইতে পাওয়া যায় বর্ত্তমান মুসলমানদের চরিত্র তাহা পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। বর্ত্তমান জামানাই যে আখেরী জামানা তা নিম্নের হাদিসের পুর্ণতাই প্রমান করিতেছে। হুজুর (সাঃ) বলেন, মানুষের ভিতর এমন এক সময় আসিবে যখন ইসলামের নাম ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না, কোরআনের অক্ষর ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না, মসজিদ গুলি খুব জাঁকজমকপূর্ণ হইবে কিন্তু তাহাতে হেদায়েত থাকিবে না, আকাশের নিম্নে নিকৃষ্ট জীব হইবে আলেমগণ, তাহাদের মধ্যে হইতেই ফেতনা ফাসাদ উঠিবে এবং তাহাদের মধ্যেই উহা ফিরিয়া যাইবে (মেশকাত) হযরতের হাদিস হইতে জানা যায় মুসলমানদের এইরূপ চরম অধঃপতনের সময় চরম আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব হইবে। বর্ত্তমান শতাব্দিই যে হযরত ইমাম মাহদী (সাঃ)-এর আবির্ভাবের সময় তাহা হযরত মোল্লা আলী কারী (রাঃ) তাহার খ্যাত গ্রন্থ হুজাজুল কেরামাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

হযরতের ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী বর্ত্তমান শতাব্দির শিরোভাগে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) জগৎবাসীকে কোরআনের ভাষায় "উদউ এলাল ইসলাম" ইসলামে দিকে আহ্বান করিয়াছেন। তিনি প্রতিটি মানুষকে কোরআন ও সুন্নাহকে মোতাবেক চলার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাইয়াছেন নিজে কোরআন ওছুন্নাহ মতাবিক চলিয়া

মানবজাতিকে সেই পথে চলার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার চারিত্রিক গুণাবলী তাঁহার বিরুদ্ধবাদীগণের ও প্রশংসা অর্জন করিয়াছে তাঁহার প্রধান বিরুদ্ধবাদী মৌঃ মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী তাহার পুস্তক এসায়াতে সুন্নাহ'তে বলেন 'বারহীনে আহমদীয়ার প্রনেতা (মির্জ্জা গোলাম আহমদ আঃ) বিরুদ্ধবাদী ও সমর্থনকারী উভয় পক্ষের অভিজ্ঞতা এবং জানা মতে মোহাম্মদী শরীয়তে কায়েম আছেন এবং তিনি পরহেজগার ও মোত্তাকী' তাঁর পুত চরিত্রের আকর্ষণে তাঁর দাবির পূর্ব হইতেই তৎকালীন পবিত্র নেতা ব্যক্তিগণ তাঁকে ঘিরিয়া থাকিতেন। কোরআন ও সুন্নাহকে কার্যকরি করাই ছিল তাঁহার কাজ। জগতের সৎকর্মশীল মানবগণকে সংঘবদ্ধ করিয়া যে জামাত তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাহাও এই সত্য প্রকাশের জন্যই গঠিত হইয়াছে। কোরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক চলাই প্রকৃত আহমদীর কর্ত্তব্য কোরআন সুন্নাহ মোতাবেক চলার প্রতিশ্রুতি লইয়াই আহমদীগণ দীক্ষা গ্রহণ করেন এই প্রতিজ্ঞা কার্যকরি করার জন্যই আজ এই জামাতের বিজয় ক্রমবর্দ্ধমান গতিতে আগাইয়া চলিয়াছে। আহমদীয়া যে কোরান ও সুন্নাহ এর উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা যে আল্লাহর অনুগৃহীত জামাত, আহমদীয়াতের ক্রমাগত বিজয়ই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমান।

আহমদীর লেখকগণের প্রতি

আবেদন এই যে, প্রবন্ধ ইত্যাদি স্পষ্টাক্ষরে লিখা আবশ্যক। লিখিত পত্রের মার্জিন থাকা চাই। উভয় পৃষ্ঠায় লিখিত প্রবন্ধাদি ছাপানো যাইবে না।

—সম্পাদক

খোদার ওয়াদা

আবুল আসেম খান চৌধুরী

"বাজিছে আজিকে ইসলাম ভেরী।
কেন তবে সবে করছ দেরী
মুসলিম লহু নাই ধমনীতে।
তাই কিরে আজ রহিয়াছ মরি?
ঝাঁপিয়া পড়েছে এ ঘোর আজরে,
দেখনা যতেক মোমিন বীর,
ইসলাম তরে জুঝিছে তাহারা,
খলিফা আদেশে বিকালো শির
এ রন যে তব অস্ত্রের নয়,
কুফর ও ইমানে হবে পরিচয়।
মোনাফেকি আজ পরখ হইবে,
আরোকি পাইবে এমন সময়।
কে আছ আজকে নেছার দিবে,
বিনিময় তার জান্নাৎ লবে।
আপনা সত্ত্বা বিকালো যাহারা,
কে আজ এমন ফিরায়ে লবে।

মোমেনের বানী ফিরেনাকো জানি,

শুনে যা ওয়াদা খোদার

আল্লার কাজ করিবে আল্লা,

তুমি শুধু দাও দুনিয়া তোমার।

এমন সুযোগ যাবেরে যখন,

জীবন ভরিয়া কাঁদিবে তখন

হবেনাক তোর, হবেনা পূরন

জিল্লতী তোরে করিবে দহন।

চাহিছে আজিকে খলিফা তোমার,

দাওনা নিজেরে কোরবান করি,

এখন গো যদি রহ পিছে পড়ি

জীবনে মরণে দুকুল হারাবি,

খোদার ইচ্ছা পারনা সাধিতে,

ছেড়ে দাও আশা নাজাত পাবি

তুমি না আসিলে আছে কতজন,

পরোয়া যাহারা করেনা কখন।

ইসলাম তরে প্রাণ দিবে তারা,

কোথা তুমি রবে বলনা তখন।

আমীরুল মুমেনীন

হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)-এর

বিশেষ পয়গাম

১

"ইছতায়ীনু বিছ ছাবরে ওয়াছ ছালাত" এর কোরবানী হুকুমের উপর আমল কর। দৃঢ়তা, ছবর, দোয়া ও নামাজের সাথে নিজেদের রবের কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর।

রাতের বেলায় উঠিয়া উঠিয়া কান্না কাটি কর এবং তোমাদের দিনগুলি দোয়া নফলের মধ্যে যাপন কর এবং মুর্তিমান দোয়া হইয়া যাও এবং নিজেদের প্রতিটি মূহূর্ত খোদাতায়ালার সাহায্যের জন্য এস্তেজার কর।

বিসমিল্লাহের রাহমানের রাহীম। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লে আলা রাসুলিহিল করীম ওয়া আলা আবদিহিল মসিহিল মাউদ।

হুয়ান নাছের, খোদাকে ফজল ও রহমকে সাথ।

আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় হে আমার বন্ধুগণ প্রাণপ্রিয় সুহৃদগণ—

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আল্লাহতায়ালার হাজার হাজার সালাম আপনাদের উপর প্রতি মূহূর্তে বর্ষিত হউক। তিনি প্রতি মূহূর্তে আপনাদের হাফেজ এবং সাসের হউন, এবং আপনাদের ইখ্‌লাসের মধ্যে বরকত দান করুন। আপনাদিগকে সর্ব অবস্থায় দৃঢ়তা দান করুন এবং রুহুল কুদুছ দ্বারা আপনাদিগকে সাহায্য দান করুন। আমীন।

জামাতে আহমদীয়া এখন যে অবস্থার মধ্যে দিয়া অতিক্রম করিতেছে, তাহার সম্পর্কে পৃথিবীর সব জায়গায় আহমদীই দুশ্চিন্তাগ্রস্থ সব আহমদীরাই অপরিসীম ভীতি ও ত্রাসের মধ্যে দিয়া কালাতিপাত করিতেছেন। কিন্তু তাহাদের সবার দুঃখ, তাহাদের সবার বেচইনী ও বেকরারী আমার হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে ধ্বনিত হইতেছে, আর আমার প্রতি মূহূর্তের অবস্থা এই যে "ইন্নামা আশাকো বাচ্ছী ও হুজনী ইলাল্লাহ্ (আমার বিপদ ও দুঃখের শেকায়েত শুধু আমি আল্লাহতায়ালাকেই জানাই)। বন্ধুগণ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে এই অবস্থায় কি করা উচিত। আমার জওয়াব হইতেছে এই যে, কোরআন কবীমের এই হুকুমের উপর আমল কর 'এসতায়ীনু বেছ সাবরে ওয়াছ ছালাত' (অর্থাৎ ছবর ও ছলাতের মাধ্যমে আল্লাহতায়ালার সাহায্যে প্রার্থনা কর) এস্তেকামত, ছবর, দোয়া এবং নামাজ সহকারে স্বীয় প্রভুর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর। সুতরাং তোমরা ছবর কর এবং দোয়া কর; ছবর কর এবং দোয়া কর ছবর কর এবং দোয়া কর;

এবং নিজেদের সেজদার জায়গাকে চোখের পানিতে ভিজাইয়া রাখ। প্রতিটি মুহূর্ত দোয়াতে নিমগ্ন থাক। ইহাই তোমাদের বৈশিষ্ট্য এবং ইহাতেই তোমাদের দ্বীন ও দুনিয়ার নাজাত সংযুক্ত। খোদাকে কবে তোমরা কাকুতি মিনতির সাথে ডাকিয়াছ এবং তিনি তোমাদিগকে সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসেন নাই? তিনি সমস্ত বিশ্বস্ত বন্ধুদের চাইতে বেশী বিশ্বস্ত এবং সব ক্ষমাশীল হইতে অধিকতর ক্ষমাশীল এবং প্রত্যেক স্নেহ প্রদর্শনকারী হইতে অধিকতর স্নেহশীল। কোন বাচ্চার আকুল ক্রন্দন তার মাকে বেশী দ্রুত সন্তানের দিকে টানিতে পারে না, যত দ্রুত আল্লাহতায়ালার বান্দার কাকুতি মিনতি আল্লাহকে তাঁহার বান্দার দিকে টানিয়া আনে। সুতরাং রাত্রিবেলায় উঠ এবং আল্লাহর দরবারে গিরিয়াজারী কর। এবং তোমাদের দিবসগুলি দোয়া এবং নফলের মধ্যে অতিবাহিত কর। মুর্তিমান দোয়া হইয়া যাও এবং প্রতি মুহূর্ত আল্লাহতায়ালার সাহায্যের এন্তেজার কর।

অদ্বিতীয় ও ওয়াহেদ খোদার উপর আমাদের সম্পূর্ণ এবং কামেল ভরসা এবং তাঁহার রহমতের ছায়া আমাদের মাথার উপরে। তিনি আমাদিগকে অসহায় অবস্থায় ছাঁড়িয়া দিবেন না।

তোমাদের জন্য সর্বাপেক্ষা বেশী স্নেহশীল এবং তোমাদের জন্য বেচইন এবং রাতদিন তোমাদের জন্য মহব্বত পূর্ণ দোয়া করনেওয়ালা।

আল্লাহতায়ালার নাচীজ বান্দা—
মীর্জা নাসের আহমদ।

খলিফাতুল মসিহ সালেস

তারিখ ৬ জুন ১৯৭৪ ইং ৬ এহসান ১৩৫৩ হিঃ সাঃ।

'বদর' কাদিয়ান ২৭শে জুন ১৯৭৪ইং হইতে উদ্ধৃত।

২

বন্ধুগণ বাদ নামাজ ফজর এবং বাদ নামাজ মগরেব বিশেষ মনযোগ সহকারে এবং বিনয় ও কাকুতি মিনতির সাথে এজতেমায়ী দোয়া করুন।

নাহমাদুহুও নুসাল্লি আলা রাসুলুহুল কারীম ওয়া আলা আবদহীল মসিহিল মওউদ।

হুয়াননাছের: খোদাকে ফজল আওর রহমকে সাথ।

আহবাবে কেরাম—আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

গতকল্যকার আল-ফজলে বন্ধুগণ আমার পয়গাম নিশ্চয়ই পড়িয়া থাকিবেন। এবং নিশ্চয়ই দোয়ায় রত আছেন। ব্যক্তিগত দোয়া ছাড়া যে সমস্ত জায়গায় নামাজ বাজামাত পড়া হয় সেখানে ফজর ও মাগরেব এর নামাজের পরে বিশেষভাবে নিজেদের রাব্বে করীম আল-বাররুর রাহীমের নিকট বিনয়ের সাথে কাকুতি মিনতি ভরা এজতেমায়ী দোয়া ও করিবেন। আল্লাহতায়ালা কবুল করুন। আমীন।

মীর্জা নাসের আহমদ
খলিফাতুল মসীহ সালেস।
৭ই জুন ১৯৭৪ইং
৭ই এহসান ১৩৫৩ হিজরী সামসী:

আহমদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মাওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত

বয়াত (দীক্ষা) গ্রহনের দশ শর্ত্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে; সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে, বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহর সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফায়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কোরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রান, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহতায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস্‌ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘণিষ্ঠ হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।

(এশতেহার তকমীলে তবলীগ, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ইং)

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস্ সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেস্তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কোরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বেঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কোরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাত এবং তাহার সহিত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এ সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"—

(অর্থাৎ—"সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ)।"

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Mollah at Ahmadiyya Art Press,
for-the proprietors, Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.